ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বার্তা

৩৬ বর্ষ ২য় সংখ্যা | ওয়েবসাইট : http://www.du.ac.bd (DU Barta) | ২ ফাল্গুন ১৪২৮, ১৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২

বিশ্বের ৮০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের এক বিশেষ ভার্চুয়াল সভা

এসডিজি অর্জন এবং প্যারিস জলবায়ু চুক্তি বাস্তবায়নে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ ভূমিকা পালন করবে– উপাচার্য

দি ইউএন সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট সলিউশন্স নেটওয়ার্ক (এসডিএসএন)-এর উদ্যোগে এশিয়া, ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের শীর্ষস্থানীয় ৮০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট/উপাচার্যদের এক বিশেষ ভার্চুয়াল সভা গত ১৮ জানুয়ারি ২০২২ অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সভায় অংশগ্রহণ করেন।

দি ইউএন সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট সলিউশন্স নেটওয়ার্কের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক জেফরি সাস অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন। গ্রীসের শিক্ষা ও ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রী নিকি কেরামাস উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন। অন্যদের মধ্যে ইউনেস্কোর শিক্ষা বিষয়ক সহকারী মহাপরিচালক স্টেফেনিয়া গিয়ানিনি, এলএসএইচটিএম-এর এনভায়রনমেন্টাল চেঞ্জ ও পাবলিক হেল্‌থ বিভাগের অধ্যাপক আন্দ্রে হেইন্স, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সাবেক প্রেসিডেন্ট ভুক জেরেমিক এবং রাশিয়ার প্রেসিডেনশিয়াল একাডেমি অব ন্যাশনাল ইকনোমি এন্ড পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন-এর রেক্টর ভ্লাদিমির এ মাও প্যানেল আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা জ্ঞানের গণতন্ত্রায়ণ ও পাঠ্যক্রমে আন্তঃবিষয়ভিত্তিক ধারণাসমূহ সংযুক্ত করার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক, দক্ষতাভিত্তিক ও গুণগত মানসম্পন্ন জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ তৈরি করতে হবে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীরা আন্তরিক ও নিরপেক্ষভাবে কাজ করে থাকেন। এই অর্থে শিক্ষক, গবেষক ও শিক্ষার্থীরাই মূলতঃ বৈশ্বিক নাগরিক।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ভার্চুয়াল আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, শতবর্ষী মাল্টিডিসিপ্লিনারি ঐতিহ্যবাহী বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং প্যারিস জলবায়ু চুক্তি বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে। ১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ, শিক্ষক ও গবেষক এই বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত আছেন উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও উচ্চতর গবেষণাসহ নানা একাডেমিক কর্মসূচি পরিচালনায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ সক্ষমতা রয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার বিষয়বস্তু বিবেচনায় বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম পুনর্গঠন ও বিশেষ গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। ইতোমধ্যেই বিশ্ববিদ্যালয়ে DU SDGs Response Coordination Cell গঠন করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও অনুকূল পরিবেশ তৈরির ক্ষেত্রে অসাধারণ ভূমিকার জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা ইতোমধ্যে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে বিশেষ স্বীকৃতি লাভ করেছেন বলে তিনি সভাকে অবহিত করলে অনুষ্ঠানের সঞ্চালক উপাচার্যের সঙ্গে সহমত জ্ঞাপন করেন এবং এসডিজি অর্জনে বাংলাদেশের সফলতার ভূয়সী প্রশংসা করেন।

সেশনজট নিরসনে গ্রীষ্মকালীন ছুটি সংক্ষিপ্ত করা হয়েছে

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের সেশনজট নিরসনকল্পে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষের ক্যালেন্ডারের গ্রীষ্মকালীন ছুটি সংক্ষিপ্ত করে মে' দিবস, শব-ই-কদর, জুমু'আ-তুল বিদা এবং ঈদ-উল-ফিতরের ছুটি বহাল রেখে আগামী ২৭/০৪/২০২২ থেকে ০৭/০৫/২০২২ তারিখ পর্যন্ত মোট ১১দিন ক্লাস ছুটি নির্ধারণ করা হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের উদ্যোগে গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে এক ভাষা পদযাত্রা বের হয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে গিয়ে শেষ হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রধান অতিথি হিসেবে বেলুন উড়িয়ে এই ভাষা পদযাত্রার উদ্বোধন করেন। পদযাত্রায় কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির এবং ভাষা বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আসাদুজ্জামানসহ বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ অংশ নেন। মহান ভাষার মাসের শুরুতে ভাষা শহীদ ও ভাষা সৈনিকদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ভাষাবিজ্ঞান বিভাগ প্রতিবছর এই পদযাত্রার আয়োজন করে।

জীবনের সকল ক্ষেত্রে সম্প্রীতির চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে– উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের সর্বত্র আন্ত:ধর্মীয় সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেছেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং অসাম্প্রদায়িক, মানবিক ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠনের লক্ষ্যে জীবনের সকল ক্ষেত্রে সম্প্রীতির চর্চা অব্যাহত রাখতে হবে। গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে বিশ্ব আন্ত:ধর্মীয় সম্প্রীতি সপ্তাহ উদ্বোধনকালে এক ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্ত:ধর্মীয় ও আন্ত:সাংস্কৃতিক সংলাপ কেন্দ্র এবং বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের উদ্যোগে এই সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হয়।

বিশ্বধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর আলমের সভাপতিত্বে ভার্চুয়াল আলোচনা সভায় কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। স্বাগত বক্তব্য দেন আন্ত:ধর্মীয় ও আন্ত:সাংস্কৃতিক সংলাপ কেন্দ্রের পরিচালক ড. ফাজরীন হুদা। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন ড. ফাদার তপন কামিলুস ডি রোজারিও।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বাংলাদেশকে নানা ধর্ম ও সংস্কৃতির মিলনকেন্দ্র হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, আবহমানকাল থেকেই এদেশে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি বিরাজ করছে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আন্ত:ধর্মীয় সম্প্রীতির ভিত্তিতে একটি অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। সমাজে অসাম্প্রদায়িক চেতনার বিকাশ এবং আন্ত:ধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহবান জানান।

১৩জন গবেষকের পিএইচ.ডি. এবং ১৮জনের এম.ফিল ডিগ্রি অর্জন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্প্রতি ১৩জন গবেষক পিএইচ.ডি এবং ১৮জন এম.ফিল ডিগ্রি অর্জন করেছেন। গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২১ তারিখে অনুষ্ঠিত সিন্ডিকেটের এক সভায় তাদের (দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)

অমর একুশে উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

করোনা পরিস্থিতি বিবেচনায় স্বাস্থ্যবিধি মেনে একুশে উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত

কোভিড-১৯ উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনায় 'শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস-২০২২' সুষ্ঠুভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আগতদের বাধ্যতামূলক করোনা টিকা সনদ সাথে রাখতে হবে ও মাস্ক পরিধান করতে হবে। এছাড়া, সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে ও যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে প্রতিটি সংগঠন/প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে সর্বোচ্চ ০৫ জন প্রতিনিধি ও ব্যক্তিপর্যায়ে একসাথে সর্বোচ্চ ০২ জন শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে পারবেন। অমর একুশে উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গত ২৩ জানুয়ারি ২০২২ অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক ভার্চুয়াল সভায় এসব সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, সিনেট-সিন্ডিকেট সদস্য, রেজিস্ট্রার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন হলের প্রভোস্ট, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান, বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক, প্রক্টর, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের প্রতিনিধি, অফিস প্রধান এবং কর্মকর্তা ও কর্মচারী সমিতিসমূহের প্রতিনিধিগণ উপস্থিত/সংযুক্ত ছিলেন। সভার শুরুতে মহান ভাষা শহীদদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, কোভিড-১৯ উদ্ভূত পরিস্থিতি বিবেচনায় যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে সীমিত পরিসরে যথাযোগ্য মর্যাদা ও ভাবগাম্ভীর্যের সাথে মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালন করা হবে। তিনি আরও বলেন, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গত বছরের ন্যায় এ বছরও জনসমাগম এড়িয়ে চলার বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। এছাড়াও, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম অক্ষুণ্ন রাখার স্বার্থে অমর একুশে উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে গৃহীত সকল কর্মসূচি সুশৃঙ্খল, সুষ্ঠু ও সফলভাবে বাস্তবায়নের জন্য উপাচার্য সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন। (দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)

১ম বর্ষের শিক্ষার্থীদের সশরীরে শ্রেণি কার্যক্রম ২২ ফেব্রুয়ারি থেকে পুনরায় শুরু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ভর্তিকৃত ১ম বর্ষ (সম্মান) শ্রেণির শিক্ষার্থীদের সশরীরে শ্রেণি কার্যক্রম যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে আগামী ২২ ফেব্রুয়ারি ২০২২ থেকে পুনরায় শুরু হবে। এছাড়া, পূর্বঘোষিত রুটিনভিত্তিক পরীক্ষাসমূহ চলমান থাকবে।

'বঙ্গবন্ধু বক্তৃতামালা-১০' অনুষ্ঠিত

বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের মুক্তির বার্তা দিয়েছিলেন

বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের মুক্তির বার্তা দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুর ভাষণগুলোর পরতে পরতে লুকিয়ে আছে অসামান্য শক্তি। বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবদ্দশায় বেশিরভাগ বক্তব্যই মন থেকে দিয়েছেন। যার কারণে তাঁর ভাষণ ছিলো প্রাণবন্ত। তাঁর ভাষণগুলো ছিলো মানুষের কণ্ঠস্বর। বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যের মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বুঝতে পারা যায়। গত ২৭ জানুয়ারি ২০২২ ভার্চুয়াল প্ল্যাটফর্ম জুমে 'Bangabandhu's Speeches : Domestic and Global Perspectives' শীর্ষক 'বঙ্গবন্ধু বক্তৃতামালা-১০'-এ বক্তারা এসব কথা বলেন।

'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস এন্ড লিবার্টি (বিএসএমআরআইপিএল)' এবং 'সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস (কারাস)' যৌথভাবে এই বক্তৃতামালার আয়োজন করে।

বিএসএমআরআইপিএল'র পরিচালক ও ইউজিসি অধ্যাপক ড. ফকরুল আলমের সভাপতিত্বে স্বাগত বক্তব্য দেন কারাসের পরিচালক ও ঢাবি কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধের উপর আলোচনা করেন কারাসের নির্বাহী কমিটির চেয়ারম্যান ও ঢাবি বঙ্গবন্ধু চেয়ার অধ্যাপক ড. আতিউর রহমান। এতে যৌথভাবে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ইনডিপেনডেন্ট (তৃতীয় পৃষ্ঠায় দেখুন)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস এন্ড লিবার্টি এবং সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সস (কারাস)-এর যৌথ উদ্যোগে 'বঙ্গবন্ধু বক্তৃতামালা-৯' গত ৪ জানুয়ারি ২০২২ অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে "Bangabandhu, Sonar Bangla and the Realization of the Bangladesh Dream" শীর্ষক মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ঢাবি আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের অধ্যাপক ড. ইমতিয়াজ আহমেদ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রিসার্চ ইনস্টিটিউট ফর পিস এন্ড লিবার্টি'র পরিচালক ও ইউজিসি অধ্যাপক ড. ফকরুল আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম, এমপি। কারাস-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. আবদুল বাছির অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন।

ঢাবি আইবিএ গ্র্যাজুয়েশন-২০২১ অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আইবিএ)-এর বিবিএ ২৫তম ব্যাচ, এমবিএ ৬১তম ব্যাচ, এক্সিকিউটিভ এমবিএ ৩৫তম ও ৩৬তম ব্যাচ এবং ডিবিএ প্রোগ্রামের গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠান গত ১৪ জানুয়ারি ২০২২ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান।

ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক মোহাম্মদ আব্দুল মোমেনের সভাপতিত্বে গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানে গ্র্যাজুয়েশন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউনিলিভার বাংলাদেশের চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসার ও ব্যবস্থাপনা পরিচালক জাভেদ আখতার। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক মো. ইফতেখারুল আমিন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান আইবিএ গ্র্যাজুয়েটদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউট (আইবিএ) দক্ষ ও মানসম্পন্ন বিজনেস গ্র্যাজুয়েট তৈরির একটি অনন্য প্রতিষ্ঠান। তিনি বলেন, বৈশ্বিক নানামুখী চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় জ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর সমাজ নির্মাণের বিকল্প নেই। সমতাভিত্তিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে উন্নত দেশে পরিণত করতে শিক্ষার্থীদের গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে।

প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বে নেতৃত্ব দিতে যথাযথ জ্ঞান অর্জনের মাধ্যমে দক্ষ ও উপযোগী মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে উঠতে উপাচার্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সফল নেতৃত্বে দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জনে অসাধারণ অগ্রগতির জন্য বাংলাদেশ বিশ্বে রোল মডেলে পরিণত হয়েছে। ৪র্থ শিল্প বিপ্লবের সুবিধাসমূহ কাজে লাগিয়ে দেশের অগ্রগতি ও উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আইবিএ গ্র্যাজুয়েটবৃন্দ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবেন বলে উপাচার্য আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে মোট ৩১০জন শিক্ষার্থীকে গ্র্যাজুয়েশন ডিগ্রি প্রদান করা হয়।

১৩জন গবেষকের পিএইচ.ডি. এবং ১৮জনের এম.ফিল ডিগ্রি অর্জন

(১ম পৃষ্ঠার পর) এসব ডিগ্রি প্রদান করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সভায় সভাপতিত্ব করেন।

পিএইচ.ডি. ডিগ্রি প্রাপ্তরা হলেন- বাংলা বিভাগের অধীনে কামরুন নাহার, ইংরেজি বিভাগের অধীনে সায়মা আরজু, ইতিহাস বিভাগের অধীনে চাঁদ সুলতানা কাওছার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে মো. সাইফুল আলম, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে নাদিয়া নন্দিতা ইসলাম, লোক প্রশাসন বিভাগের অধীনে ফিরদৌস যারীন, যোগাযোগ বৈকল্য বিভাগের অধীনে সাদিয়া সালাম, রসায়ন বিভাগের অধীনে মো. সাহেদ রেজা, ফার্মাসিউটিক্যাল কেমিস্ট্রি বিভাগের অধীনে ফাহিমা আকতার, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের অধীনে সজীব সাহা, মৃত্তিকা, পানি ও পরিবেশ বিভাগের অধীনে সুমা আক্তার, ব্যাংকিং এন্ড ইন্স্যুরেন্স বিভাগের অধীনে রানা-আল-মোশাররফা এবং ব্যবসায় প্রশাসন ইনস্টিটিউটের অধীনে ইয়াসমিন সুলতানা।

এম.ফিল ডিগ্রি প্রাপ্তরা হলেন- ইতিহাস বিভাগের অধীনে তৌহিদা আক্তার, দর্শন বিভাগের অধীনে নাসরিন আক্তার, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের অধীনে মুহা: সহিদ উল্লাহ, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের অধীনে নাসরীন সুলতানা, ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে তাপসী রানী সরকার, শারমিন আক্তার, সংগীত বিভাগের অধীনে নাঈমা ইসলাম, সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে মো. সহিদুল ইসলাম, লোক প্রশাসন বিভাগের অধীনে দেওয়ান নুসরাত জাহান, রসায়ন বিভাগের অধীনে মো. সোহেল রানা, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের অধীনে অন্তরা দে, ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের অধীনে মালেকা সুলতানা, ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের অধীনে সাবিন হুদা, শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে তনুশ্রী মল্লিক, সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধীনে উম্মে শেফা সালেহ্, তাসনিয়া তাবাসসুম, মো. খালিদ হাসান এবং ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এন্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজ ইনস্টিটিউটের অধীনে শামীমা প্রধান।

(১ম পৃষ্ঠার পর) সভায়, মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপনের কর্মসূচি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আইন অনুষদের ডিন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. রহমত উল্লাহকে সমন্বয়কারী, সমিতির সহ-সভাপতি অধ্যাপক ড. সাবিতা রিজওয়ানা রহমান ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়াকে যুগ্ম-সমন্বয়কারী এবং প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানীকে সদস্য-সচিব করে অমর একুশে উদ্‌যাপন কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি গঠন করা হয়।

সভায় কেন্দ্রীয় সমন্বয় কমিটি ছাড়াও মহান অমর একুশে সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে উদ্‌যাপনের লক্ষ্যে বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন করা হয়।

ক্রিমিনোলজি বিভাগের নবীনবরণ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিমিনোলজি বিভাগের বি.এস.এস. (সম্মান) ৮ম ব্যাচের শিক্ষার্থীদের নবীনবরণ গত ১৬ জানুয়ারি ২০২২ অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের নবনির্বাচিত ডিন এবং ক্রিমিনোলজি বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জিয়া রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ঢাবি আইন বিভাগের অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অফ ল' এন্ড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাফেয়ার্স-এর পরিচালক ড. মিজানুর রহমান ওরিয়েন্টেশন বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। বিভাগের চেয়ারপার্সন খন্দকার ফারজানা রহমান এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠানে বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান নবীন শিক্ষার্থীদের স্বাগত জানিয়ে বলেন, ক্রিমিনোলজি বিভাগ একটি পরিবারের মত যেখানে সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের মধ্যে চমৎকার বন্ধুত্বপূর্ণ ও আন্তরিক সম্পর্ক রয়েছে। নিয়মিত ক্লাসে অংশগ্রহণ ও মনোযোগ দিয়ে পড়াশুনা করে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে ওঠার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

'টেকসই উন্নয়নের জন্য খাদ্য, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ' শীর্ষক সেমিনার

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রসায়ন বিভাগে গতকাল ৯ ফেব্রুয়ারি ২০২২ বুধবার যথাযথ স্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করে 'টেকসই উন্নয়নের জন্য খাদ্য, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ' শীর্ষক এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সুইডেন সাপোর্টেড রিসার্চ গ্রুপ (BAN:04) এর ইন্টারন্যাশনাল সায়েন্স প্রোগ্রামের আওতায় এই সেমিনার আয়োজন করা হয়। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও গবেষকবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন।

ঢাবি বিজ্ঞান অনুষদ-এর সাবেক ডিন অধ্যাপক ড. তোফায়েল আহমদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশে নিযুক্ত সুইডেনের রাষ্ট্রদূত আলেকজান্দ্রা বার্গ ফন লিন্ডে ও ঢাবি বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুস ছামাদ। সুইডেন সাপোর্টেড রিসার্চ গ্রুপ (BAN:04)-এর গ্রুপ লিডার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শোয়েব সেমিনার সঞ্চালন করেন। সেমিনারে ঢাবি রসায়ন বিভাগের সাবেক চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. নিলুফার নাহার, বাংলাদেশ ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সেস এর অধ্যাপক ড. বেগম রোকেয়া, ঢাবি ভূতত্ত্ব বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. কাজী মতিন উদ্দিন আহমেদ এবং রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. ইকবাল রউফ মামুন লেকচার প্রদান করেন।

অধ্যাপক মাহমুদুল হক-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান চারুকলা অনুষদের প্রিন্ট মেকিং বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ও বরেণ্য চিত্রশিল্পী মাহমুদুল হক-এর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ১২ জানুয়ারি ২০২২ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক মাহমুদুল হক ছিলেন দেশপ্রেমিক, অসাম্প্রদায়িক ও মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন একজন চিত্রশিল্পী। স্বনামধন্য এই শিল্পী পেইন্টিং ও ছাপচিত্রে সমান প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। তাঁর ক্যানভাসে শিল্পের নানা মাধ্যমের প্রভাব শিল্প অনুরাগীদের আকৃষ্ট করেছে। প্রিন্ট মেকিং বিভাগের চেয়ারম্যান, তৎকালীন চারুকলা ইনস্টিটিউটের পরিচালক, বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরের মহাপরিচালকসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠা ও দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। চিত্রশিল্পে অনন্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি দেশ-বিদেশে অসংখ্য পুরস্কারে ভূষিত হন। চিত্রশিল্পের বিকাশ এবং নৈসর্গিক শিল্পকর্মের জন্য গুণী এই শিল্পী স্মরণীয় হয়ে থাকবেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক মাহমুদুল হক গত ১১ জানুয়ারি ২০২২ চিকিৎসাধীন অবস্থায় রাজধানীর একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

অধ্যাপক সাঈদা গাফফার-এর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে উপাচার্যের দুঃখ প্রকাশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক সাঈদা গাফফার-এর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর দুঃখ প্রকাশ করেছেন।

উপাচার্য গত ১৪ জানুয়ারি ২০২২ শুক্রবার এক বিবৃতিতে অধ্যাপক সাঈদা গাফফার হত্যার তীব্র নিন্দা জানান এবং হত্যার সাথে জড়িতদের দ্রুত গ্রেফতার ও আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবী করেন। উপাচার্য মরহুমার রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, ৭১ বছর বয়সী অধ্যাপক সাঈদা গাফফার তিন দিন ধরে নিখোঁজ ছিলেন। গত ১৪ জানুয়ারি ২০২২ শুক্রবার তার মরদেহ গাজীপুর থেকে উদ্ধার করা হয়।

মাওলানা মুহাম্মদ সালাহউদ্দিন-এর মৃত্যুতে উপাচার্যের শোক প্রকাশ

বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিব অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ সালাহউদ্দিন-এর মৃত্যুতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান গভীর শোক প্রকাশ করেছেন।

গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ এক শোকবাণীতে উপাচার্য বলেন, অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ সালাহউদ্দিন ছিলেন বাংলাদেশের একজন স্বনামধন্য ইসলামিক চিন্তাবিদ, মানবিক ও অসাম্প্রদায়িক মূল্যবোধসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব। তিনি ছিলেন সৎ, মিষ্টভাষী এবং সকলের সজ্জন। অত্যন্ত নম্র ও বিনয়ী এই ইসলামিক চিন্তাবিদ ছিলেন সকল মহলের কাছে খুবই জনপ্রিয়। তিনি দেশের ইসলামী শিক্ষা প্রসারে অসামান্য অবদান রেখেছেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান মরহুমের রুহের মাগফেরাত কামনা করেন এবং তাঁর পরিবারের শোক-সন্তপ্ত সদস্যদের প্রতি গভীর সমবেদনা জানান।

উল্লেখ্য, খতিব অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ সালাহউদ্দিন গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ রাজধানীর একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৭ বছর।

অধ্যাপক ড. স্বপন কুমার বালার স্মরণে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একাউন্টিং এন্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের সদ্যপ্রয়াত অধ্যাপক ড. স্বপন কুমার বালার স্মরণে এক আলোচনা সভা গত ১২ জানুয়ারি ২০২২ বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের আব্দুল্লাহ ফারুক কনফারেন্স হলে অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ধীমান কুমার চৌধুরীর সভাপতিত্বে স্মরণ সভায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মুহাম্মাদ আব্দুল মঈনসহ বিভাগের সাবেক ও বর্তমান শিক্ষক, শিক্ষার্থী এবং প্রয়াত অধ্যাপকের কন্যা সেঁজুতি বালা বক্তব্য রাখেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান প্রয়াত অধ্যাপক ড. স্বপন কুমার বালার অমর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করে বলেন, লোভ-লালসার উর্দ্ধে উঠে তিনি শিক্ষা ও গবেষণায় নিবেদিতপ্রাণ হিসেবে কাজ করে গেছেন। তাঁর মৃত্যু সকলের মনে গভীর দাগ কেটেছে। পরিশ্রমী, আন্তরিক, সৎ, নিষ্ঠাবান ও শিক্ষার্থী বান্ধব উদার মনের এই গুণী শিক্ষকের আদর্শ ও দক্ষতা অনুসরণ করে দেশ ও সমাজের উন্নয়নে কাজ করার জন্য তিনি শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. স্বপন কুমার বালা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে গত ২২ ডিসেম্বর ২০২১ বুধবার রাজধানীর একটি হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

গাজীপুরে জিরানী বাজারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আবাসন প্রকল্পে নবনির্মিত গেস্ট হাউজ উদ্বোধন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শতবর্ষপূর্তি ও মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব উপলক্ষ্যে গত ১১ ডিসেম্বর ২০২১ গাজীপুরের জিরানী বাজারে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক আবাসন প্রকল্পে নবনির্মিত "গেস্ট হাউজ" উদ্বোধন করেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান। এসময় অধ্যাপক ড. মো. হারুন রশীদ খান, অধ্যাপক ড. শেখ ম. শহীদুল্লাহ, অধ্যাপক ড. এম এ মান্নান, অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ মাহমুদুর রহমান, অধ্যাপক এ কিউ এম আব্দুস শাকুর খন্দকার, অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ফিরোজ জামান, অধ্যাপক ড. মো. আমিনুল ইসলাম তালুকদার, অধ্যাপক গোলাম দস্তগীর আল-কাদেরীসহ অনেক শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে উপাচার্যকে স্বাগত জানান প্রকল্প ব্যবস্থাপনা কমিটির সহ-সভাপতি অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান ও সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলীসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

উপাচার্য ঢাবি শিক্ষক আবাসন প্রকল্পের এই উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গঠন ও মানব কল্যাণে শিক্ষকরা সর্বদা ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছেন।

এসডিজি অর্জনে শিক্ষার বিভিন্ন শাখার মিথস্ক্রিয়া ঘটাতে হবে- উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেছেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষমাত্রা অর্জনে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সকল শাখার মধ্যে মিথস্ক্রিয়া ঘটাতে হবে। এ লক্ষ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রমে মাল্টিডিসিপ্লিনারি ডাইমেনশন সংযোজন এবং শিক্ষার্থীদের নিয়মিত পঠন-পাঠনে এসডিজি'র বিষয়সমূহ অর্ন্তভুক্ত করতে হবে। সুইডেন অ্যালামনাই নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে গত ১৯ জানুয়ারি ২০২২ বিশ্ববিদ্যালয় কার্জন হল এলাকায় এক অনুষ্ঠানে প্লাস্টিক মুক্ত সপ্তাহের উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য এসব কথা বলেন।

সুইডেন অ্যালামনাই নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ-এর সভাপতি অধ্যাপক ড. মো. আসাদুজ্জামানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. হাফিজ মুহম্মদ হাসান বাবু, ফলিত রসায়ন ও কেমিকৌশল বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. দীপ্তি সাহাসহ বিভিন্ন বিভাগের শিক্ষক ও শিক্ষার্থী এবং সুইডেন অ্যালামনাই নেটওয়ার্ক বাংলাদেশ-এর সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান বলেন, টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে প্রকৃতি ও পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়গুলোকে অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করা হয়েছে। তাই পরিবেশ দূষণ রোধে ও পরিবেশ সংরক্ষণে টেকসই পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে। দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং এসডিজি অর্জনে একটি ভাল পটভূমি তৈরি ও সচেতনতা সৃষ্টিতে অনবদ্য অবদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে ভূয়সী প্রশংসা ও স্বীকৃতি অর্জন করেছেন। শিক্ষার্থীদের চেঞ্জ মেকার হিসেবে উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, দেশের উন্নয়ন ও এসডিজি অর্জনের লক্ষ্যে শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের মৌলিক গবেষণাসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দিতে হবে।

জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের সম্মান ৪র্থ ব্যাচের পরিচিতি অনুষ্ঠান

২০২০-২১ শিক্ষাবর্ষের বিএসএস (সম্মান) ৪র্থ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের ফুলেল শুভেচ্ছার মাধ্যমে বরণ করে নিল জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগ। সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের নবীনতম বিভাগ হিসেবে ২০১৭ সালে যাত্রা শুরু বিশ্ববিদ্যালয়ের তথা দেশের প্রথম ও একমাত্র অঞ্চল অধ্যয়ন বিভাগটি।

বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আবুল বারকাতের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান, সম্মানিত অতিথি হিসেবে ছিলেন জাপান এক্সটার্নাল ট্রেড অর্গানাইজেশন (জেট্রো) এর কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ ইউজি আন্দো, স্বাগত বক্তব্য উপস্থাপন করেন বিভাগের চেয়ারম্যান ড. আব্দুল্লাহ-আল-মামুন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে প্রো-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল বলেন, জাপানীদের কাছে আমাদের শেখার অনেক কিছু আছে। তাঁদের নিষ্ঠা, কর্মস্পৃহা, দায়িত্বশীলতা, দলগত প্রচেষ্টা এবং পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা অন্যান্য জাতি থেকে নিজেদের আলাদা করেছে। তিনি টোকিও ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজিতে তাঁর পিএইচডি ডিগ্রি করাকালীন সময়ে জাপানীদের মহানুভবতার উদাহরণ দিয়ে বলেন এমন মানবিক গুণসম্পন্ন মানুষ হতে হবে। শুধু নিজের উন্নতির চেষ্টা না করে মানুষের কথা ভাবতে হবে। তবেই সামগ্রিক উন্নয়ন সম্ভব।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান বলেন, জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগ নবীন বিভাগ হয়েও তাদের কর্মতৎপরতার কারণে আলাদাভাবে সমাদৃত হয়ে আসছে। তিনি আরও বলেন, এখানকার মাল্টি-ডিসিপ্লানারী অধ্যয়নের কারণে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের পরিধি ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করার সুযোগ রয়েছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের উদ্যোগে গত ১২ জানুয়ারি ২০২২ শীতকালীন বাহারি পিঠা উৎসব ও সংগীত সন্ধ্যার আয়োজন করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল এই পিঠা উৎসবে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এসময় বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ বাহাউদ্দিনসহ শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণে বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের মুক্তির বার্তা দিয়েছিলেন

(১ম পৃষ্ঠার পর) ইউনিভার্সিটির ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. আহমেদ আহসানুজ্জামান এবং ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ও কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. রশিদ আসকারী। অনুষ্ঠানে অধ্যাপক আতিউর রহমান বলেন, বঙ্গবন্ধুকে চিনতে ও জানতে হলে তাঁর ভাষণের প্রতিটি লাইন পড়তে হবে। তাঁর ভাষণ হৃদয় দিয়ে অনুভব করলে তাঁকে চেনা যাবে। বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবদ্দশায় লিখিত বক্তব্য খুব কম দিয়েছেন। কিছু বক্তব্য ছাড়া তাঁর বেশিরভাগ বক্তব্যই তিনি মন থেকে দিয়েছেন। যার কারণে তাঁর ভাষণ ছিলো প্রাণবন্ত। তাঁর ভাষণগুলো ছিলো মানুষেরই কণ্ঠস্বর। এসময় তিনি বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন সময়ে দেওয়া ভাষণের উল্লেখ করে সেগুলোর বিশ্লেষণ তুলে ধরেন। বিএসএমআরআইপিএল'র রিসার্চ ফেলো হাসান নিটোল অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন।

মূল প্রবন্ধে অধ্যাপক আহসানুজ্জামান বঙ্গবন্ধুর ভাষণের দেশীয় প্রেক্ষাপট আলোচনা করেন। এসময় তিনি এদেশের বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে এবং ক্রান্তিলগ্নে বঙ্গবন্ধুর ভাষণের গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, বঙ্গবন্ধু তাঁর ভাষণের মাধ্যমে এদেশের মানুষকে মুক্তির বার্তা দিয়েছিলেন।

অধ্যাপক রশিদ আসকারী বঙ্গবন্ধুর ভাষণের বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধুর ভাষণগুলোর পরতে পরতে লুকিয়ে আছে অসামান্য শক্তি। বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যের মাধ্যমে তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা বুঝতে পারা যায়। তাঁর বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে বিশ্বের নিপীড়িত মানুষের মুক্তির বার্তা। এজন্যেই বঙ্গবন্ধুকে 'রাজনীতির কবি' বলা হয়। তাঁর বক্তব্য এখন বৈশ্বিক সম্পদ। মানুষের প্রতি ভালোবাসাই তাঁর রাজনীতির মূল শক্তি। এটিই তাঁকে দেশের গণ্ডি পেরিয়ে বিশ্বের দরবারে উচ্চ স্থানে আসীন করেছেন। এসময় তিনি ১৯৭০ থেকে ১৯৭৪ সালের মধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে দেওয়া বঙ্গবন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ চারটি ভাষণের তাৎপর্য তুলে ধরেন।

সভাপতির বক্তব্যে অধ্যাপক ফকরুল আলম বলেন, বঙ্গবন্ধুর বক্তব্যগুলো আমাদের জন্যে একটা অমূল্য সম্পদ। তাঁর ভাষণগুলো নিয়ে অনেক গবেষণার সুযোগ রয়েছে। অনুবাদের মাধ্যমে তাঁর ভাষণগুলো বৈশ্বিক পরিমণ্ডলে ছড়িয়ে দিতে হবে।

শিক্ষকদের জন্য কর্মশালা অনুষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ইন টিচিং এন্ড লার্নিং গত ১৯ জানুয়ারি ২০২২ ভার্চুয়াল প্লাটফর্ম-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য "Research Methodology & Project Proposals" শীর্ষক এক কর্মশালার আয়োজন করে।

সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. সাবিতা রিজওয়ানা রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত কর্মশালায় "How to write a Ph.D. Proposal" বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন ও ক্রিমিনোলজি বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. জিয়া রহমান এবং "How to write a Project Proposal" বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যানেজমেন্ট বিভাগের অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ তৌফিকুল ইসলাম বক্তব্য প্রদান করেন। কর্মশালা সঞ্চালন করেন সেন্টারের অতিরিক্ত পরিচালক ড. এ.টি.এম সামছুজ্জোহা।

কর্মশালায় বৈজ্ঞানিক ও পদ্ধতিগত উপায়ে গবেষণা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধান করার এবং গবেষণা প্রকল্পকে সার্থক হিসেবে ধরে রাখার কৌশলগুলি তুলে ধরা হয়।

উল্লেখ্য, সেন্টার অফ এক্সিলেন্স ইন টিচিং এন্ড লার্নিং উচ্চশিক্ষায় সফলতা অর্জনের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তাদের জন্য ধারাবাহিক কর্মশালার আয়োজন করে আসছে।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে তরুণ প্রজন্মকে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে- উপাচার্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন ও রূপকল্প ২০৪১ বাস্তবায়নে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য তরুণ প্রজন্মের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। গত ১২ জানুয়ারি ২০২২ ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে ঢাকা ইউনিভার্সিটি মডেল ইউনাইটেড নেশন্স অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত কূটনৈতিক সম্মেলন ও নবীন বরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এই আহ্বান জানান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্মকে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তোলার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় যুবসমাজকে পেশাগত দক্ষতা অর্জন করতে হবে। সম্প্রতি 'জয় বাংলা ইয়ুথ অ্যাওয়ার্ড' লাভ করায় উপাচার্য ঢাকা ইউনিভার্সিটি মডেল ইউনাইটেড নেশন্স অ্যাসোসিয়েশনকে অভিনন্দন জানান।

অনুষ্ঠানে জাতিসংঘ তথ্য কেন্দ্রের কর্মকর্তা ড. মো. মনিরুজ্জামান, ঢাকা ইউনিভার্সিটি ন্যাশনাল মডেল ইউনাইটেড নেশন্স অ্যাসোসিয়েশন-এর সভাপতি মোহাম্মদ আশিকুল ইসলাম ও মহাসচিব খন্দকার কায়েস বক্তব্য রাখেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মিতসুবিশি কর্পোরেশন বৃত্তি প্রবর্তন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগে 'মিতসুবিশি কর্পোরেশন বৃত্তি' প্রবর্তন করা হয়েছে। এই বৃত্তি প্রবর্তনের লক্ষ্যে মিতসুবিশি কর্পোরেশন বাংলাদেশের কান্ট্রি রিপ্রেজেন্টেটিভ মি. মিয়ুংগো লি ৭ লাখ ৮০ হাজার টাকার একটি চেক গত ২৪ জানুয়ারি ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের কাছে হস্তান্তর করেন। উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান, জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের চেয়ারম্যান ড. আব্দুল্লাহ-আল-মামুন, রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার এবং মিতসুবিশি কর্পোরেশনের সহকারী ব্যবস্থাপক মি. কিসুকে ইয়ামাদা উপস্থিত ছিলেন।

এ বছর জাপানিজ স্টাডিজ বিভাগের ৩জন মেধাবী শিক্ষার্থী 'মিতসুবিশি কর্পোরেশন বৃত্তি' লাভ করেছেন। বৃত্তিপ্রাপ্ত প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে ২লাখ ৬০হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা হলেন, মুবিন খান আফ্রিদি, মেহেদী হাসান ও তানজিলা জাহান।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি প্রকল্প চালু করায় মিতসুবিশি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানান। জাপানকে বাংলাদেশের অন্যতম বৃহৎ উন্নয়ন সহযোগী দেশ হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘদিন যাবৎ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বিরাজ করছে। এই বৃত্তি প্রকল্পের মাধ্যমে দু'দেশের জনগণের মধ্যে বিরাজমান এই সম্পর্ক ভবিষ্যতে আরও জোরদার হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

ঢাবি'র শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে ভর্তির আসন সংখ্যা পুনঃনির্ধারণ

শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়ন ও যথোপযুক্ত দক্ষ মানব সম্পদ তৈরির লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সক্ষমতা ও সামর্থ্য এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাহিদা বিবেচনায় নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আসন সংখ্যা পুনঃনির্ধারণ বিষয়ে সাধারণ ভর্তি কমিটির এক বিশেষ সভা গত ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২২ নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সভায় সভাপতিত্ব করেন। সভায় প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. এ এস এম মাকসুদ কামাল, কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, বিভিন্ন অনুষদের ডিন, বিভিন্ন বিভাগের চেয়ারম্যান এবং বিভিন্ন ইনস্টিটিউটের পরিচালক উপস্থিত ছিলেন।

সাধারণ ভর্তি কমিটির এই বিশেষ সভায় গত ৫ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ডিন্স কমিটির বিশেষ সভার সুপারিশসমূহ পর্যালোচনা করা হয় এবং ভর্তির যৌক্তিক আসন সংখ্যা নির্ধারণ বিষয়ে সুপারিশ প্রণীত হয়। এই সুপারিশ অনুমোদনের জন্য পরবর্তী একাডেমিক কাউন্সিলের সভায় পেশ করা হবে। আগামী ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে পুনঃনির্ধারিত আসন সংখ্যা অনুযায়ী শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে।

এছাড়া সভায়, পূর্ব সিদ্ধান্ত মোতাবেক আগামী ২০২১-২০২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে ৪টি ইউনিটের (ক,খ,গ,চ) অধীনে ১ম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে শিক্ষার্থী ভর্তির বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ভর্তির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের ইউনিট পরিবর্তনের নীতিমালা প্রণয়নের জন্য ডিনস্ সাব কমিটিকে দায়িত্ব দেয়া হয়।

সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে উপাচার্যের পূজামণ্ডপ পরিদর্শন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে গত ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২২ বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব হল, রোকেয়া হল, শামসুন নাহার হল, বাংলাদেশ কুয়েত মৈত্রী হল এবং কবি সুফিয়া কামাল হলের পূজামন্ডপ পরিদর্শন করেন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার, স্ব স্ব হলের প্রাধ্যক্ষসহ আবাসিক শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে সকলকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম ধর্মীয় উৎসব সরস্বতী পূজা। সরস্বতী বিদ্যা, জ্ঞান ও সুরের দেবী। তিনি সকল প্রকার হীনতা, সংকীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতা ও অশুভ শক্তির বিনাশ এবং শুভ শক্তির জয় কামনা করেন। সত্য, সুন্দর, সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হওয়ার জন্য উপাচার্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।

ঢাবি'র দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বিএসইসি বৃত্তি চালু

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) বৃত্তি চালু করা হয়েছে। এই বৃত্তি চালুর লক্ষ্যে বিএসইসি-এর চেয়ারম্যান অধ্যাপক শিবলী রুবাইয়াতুল ইসলাম ৭ লাখ ২০ হাজার টাকার একটি চেক গত ২৫ জানুয়ারি ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের কাছে হস্তান্তর করেন।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, অর্থনীতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মাহবুবুল মোকাদ্দেম, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. আবুল মনসুর আহাম্মদ, শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ড. মো. নিজামুল হক ভূইয়া, আইসিটি সেল-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আসিফ হোসেন খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুদানের এই অর্থ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ২০জন শিক্ষার্থীকে প্রতি মাসে ৩হাজার টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য শারীরিক ও আর্থিকভাবে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের সামাজিক নিরাপত্তা বলয়ের আওতায় আনার উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি বলেন, দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলার লক্ষ্যে শিল্প প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ গবেষণা তহবিল গঠনে এগিয়ে আসার জন্য উপাচার্য বিভিন্ন কর্পোরেট হাউজের প্রতি আহ্বান জানান। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান করায় তিনি বিএসইসি কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ দেন।

'ঢাবি অর্থনীতি ১৯৭৬ স্মারক বৃত্তি' প্রবর্তন

'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি ১৯৭৬ স্মারক বৃত্তি' প্রবর্তন করা হয়েছে। এই বৃত্তি প্রবর্তনের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের ১৯৭৬ ব্যাচের শিক্ষার্থীরা অনুদান প্রদান করেছেন। এ উপলক্ষ্যে একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের জন্য অর্থনীতি বিভাগের ১৯৭৬ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের পক্ষে তথ্য কমিশনার সুরাইয়া বেগম, এনডিসি ১৬ লাখ টাকার একটি চেক গত ২৭ জানুয়ারি ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের কাছে হস্তান্তর করেন।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত এই চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. জিয়া রহমান, রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার এবং দাতাদের মধ্যে রমেন চন্দ্র বসাক, আমীর আব্দুল ওয়াহাব ও গোলাম হাফিজ আহমেদ উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অর্থনীতি বিভাগের ১ম বর্ষ বি.এস.এস. (সম্মান) শ্রেণির একজন অসচ্ছল ছাত্র ও একজন ছাত্রীকে মাসিক ৩হাজার টাকা করে বৃত্তি দেওয়া হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান এই বৃত্তি প্রবর্তনের জন্য দাতাদের ধন্যবাদ দেন। অর্থনীতি বিভাগের ১৯৭৬ ব্যাচের শিক্ষার্থীদের অনুসরণ করে অসচ্ছল শিক্ষার্থীদের সহায়তায় এগিয়ে আসার জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্য অ্যালামনাইদের প্রতি আহ্বান জানান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দু'টি নতুন ট্রাস্ট ফান্ড গঠন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'অধ্যাপক আনওয়ারুল আজীম চৌধুরী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ড' এবং 'সোলায়মান শাহ্ বি.এসসি- প্রফেসর ড. হিরণ্ময় সেনগুপ্ত ট্রাস্ট ফান্ড' শীর্ষক পৃথক দু'টি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। 'অধ্যাপক আনওয়ারুল আজীম চৌধুরী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ড' গঠনের লক্ষ্যে অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারপার্সন অধ্যাপক ড. আনোয়ারা বেগম ১০ লাখ টাকার একটি চেক এবং 'সোলায়মান শাহ্ বি.এসসি- প্রফেসর ড. হিরণ্ময় সেনগুপ্ত ট্রাস্ট ফান্ড' গঠনের লক্ষ্যে বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সাবেক প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আলহাজ্ব শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল হুদা ৫ লাখ টাকার একটি চেক গত ৩ ফেব্রুয়ারি ২০২২ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের কাছে হস্তান্তর করেন।

উপাচার্য দফতরে আয়োজিত পৃথক দু'টি চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আব্দুছ ছামাদ, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম, রেজিস্ট্রার প্রবীর কুমার সরকার এবং অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের কয়েকজন শিক্ষক উপস্থিত ছিলেন।

'অধ্যাপক আনওয়ারুল আজীম চৌধুরী মেমোরিয়াল ট্রাস্ট ফান্ড'-এর আয় থেকে প্রতিবছর অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের ৪জন অসচ্ছল শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হবে। এছাড়া, 'সোলায়মান শাহ্ বি.এসসি- প্রফেসর ড. হিরণ্ময় সেনগুপ্ত ট্রাস্ট ফান্ড'-এর আয় থেকে প্রতিবছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক সম্মান পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ অর্জনকারী একজন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হবে।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান প্রয়াত অধ্যাপক ড. আনওয়ারুল আজীম চৌধুরী স্মরণে ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করায় বিভাগের শিক্ষক ও দাতাদের ধন্যবাদ জানান। এছাড়া, পিতা ও শিক্ষকের স্মরণে 'সোলায়মান শাহ্ বি.এসসি- প্রফেসর ড. হিরণ্ময় সেনগুপ্ত ট্রাস্ট ফান্ড' গঠনের জন্য আলহাজ্ব শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল হুদাকে ধন্যবাদ দেন।

উল্লেখ্য, অধ্যাপক ড. আনওয়ারুল আজীম চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অণুজীব বিজ্ঞান বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান ছিলেন। এছাড়া, ড. হিরণ্ময় সেনগুপ্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ছিলেন। প্রয়াত সোলায়মান শাহ্ বি.এসসি বাংলাদেশ পরমাণু শক্তি কমিশনের সাবেক প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা আলহাজ্ব শাহ্ মোহাম্মদ নূরুল হুদার পিতা।

অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রওশন আলী ট্রাস্ট ফান্ড প্রতিষ্ঠিত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রওশন আলী গত ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২২ নিজ নামে একই বিভাগে 'অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রওশন আলী ট্রাস্ট ফান্ড' প্রতিষ্ঠার জন্য ২৫,০০,০০০/- (পঁচিশ লক্ষ) টাকার একটি চেক বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. কামাল উদ্দিনের কাছে হস্তান্তর করেন। এ উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ. কে. এম. মাহবুব হাসান। অনুষ্ঠানে বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে মনোবিজ্ঞান বিভাগে প্রতি শিক্ষাবর্ষে সর্বোচ্চ জিপিএ/সিজিপিএ প্রাপ্ত ২জন শিক্ষার্থীকে ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) টাকা করে এবং এমএস-এর তিনটি শাখার সর্বোচ্চ জিপিএ প্রাপ্ত শিক্ষার্থীর প্রত্যেককে ১০,০০০/- (দশ হাজার) টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হবে। এছাড়া, প্রতি তিন মাস অন্তর 'অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ রওশন আলী মেমোরিয়াল লেকচার সিরিজ' আয়োজন করা হবে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ের নাম করা পণ্ডিত ও গবেষকগণ উক্ত সিরিজে বক্তব্য রাখবেন।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস উপলক্ষ্যে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড এবং বাংলাদেশ ট্যুরিস্ট সাইক্লিস্ট যৌথভাবে গত ১০ জানুয়ারি ২০২২ কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে 'Mujib's Bangladesh' শীর্ষক এক সাইকেল র‍্যালির আয়োজন করে। র‍্যালিতে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী মো. মাহবুব আলী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামান অংশ নেন।

সম্পাদক: মাহমুদ আলম, পরিচালক (জনসংযোগ), প্রধান প্রতিবেদক: মোঃ রফিকুল ইসলাম পান্না, প্রতিবেদক: তাওহিদা খানম তাসমিন, মো: আবু বকর সিদ্দিক ও শুভাশীষ রঞ্জন সরকার, সম্পাদনা সহকারী: নুরুন্নাহার বেগম ফটো সাংবাদিক: আনোয়ার মজুমদার ও মোঃ জাকির হোসেন। জনসংযোগ দফতর কর্তৃক প্রকাশিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস থেকে মুদ্রিত। ফোন: ৫৫১৬৭৭১৯, ৯৬৬১৯০০-৫৯/৪১০০, ০১৭৫৮৪৯২৪১৫